BRAC UNIVERSITY

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা॥ বৃহস্পতিবার ৫ আষাঢ় ১৪১৫, ১৯ জুন ২০০৮

BRAC UNIVERSITY

Paper Clipping

ফজলে হাসান আবেদের ব্র্যাক ৩৬ বছরে বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও

আহমেদ নূরে আলম

একাত্তর সাল। স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ। ভারত থেকে দলে দলে শরণার্থী ফিরছে। চালচুলো কিছু নেই। সে এক করুণ অবস্থা। দেশেও ফিরে এলেন ফজলে হাসান আবেদ। বয়সে তরুণ। ৩৫ বছর বয়স। হতভাগাদের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছে হলো উদ্যমী আবেদের। তাদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে গঠন করলেন একটি এনজিও। নাম– বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি সংক্ষেপে 'ব্র্যাক'। নয় মাসের মধ্যে ১৪ হাজার ঘর নির্মিত হলো। তৈরি হলো কয়েক শ' নৌকা ...। এভাবেই যাত্রা শুরু। খুব ছোট একটা সংগঠন থেকে ৩৬ বছরে ব্র্যাক এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন। শুধু ক্ষুদ্রঋণ খাতেই ব্র্যাক এ বছর খরচ করবে ১২০ কোটি টাকা। ব্র্যাক হচ্ছে শতকরা ৭৬ ভাগ সেলফ-ফান্ডেড সংগঠন। ব্র্যাকের বহুমুখী কর্মকাণ্ড শুধু বাংলাদেশের সীমানার মধ্যেই আটকে নেই– বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তানেও ব্র্যাক কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

ব্র্যাক সারা দুনিয়ায় বাংলাদেশের এক উদ্যোগী ব্যক্তির অনন্য সাফল্যের কিংবদন্তি। সেই ব্যক্তিটির নাম ফজলে হাসান আবেদ। আর তিনি এক বিশ্ব-নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেছেন। ম্যাগসেসে ও গেটস পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারে তিনি ভূষিত। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডিগ্রী দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছে। দরিদ্রজনের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আবেদ বিশ্বাস করেন যে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, নিরক্ষরতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে দরিদ্ররা নিজেদের সংগঠিত করতে পারে না। সমাজ উন্নতির প্রক্রিয়ায় এই অসুবিধাগুলো দূর করার পদক্ষেপ অবশ্যই থাকতে হবে।

১৯৭২ সালের সেই ৩৫ বছর বয়সের আবেদ এখন ৭১ বছরের প্রবীণ। কিন্তু এখনও সেই উৎসাহ, উদ্যম ও

অনন্য সাফল্যের কিংবদন্তি

উদ্যোগী টগবগে তরুণই যেন তিনি রয়ে গেছেন। বয়স হার মেনেছে তাঁর কাছে। মাথা ভরা সাদা চুলের শ্যামলা রঙের মানুষটির প্রতিটি ক্ষণ কর্মময়। খুব কম বাঙালীই তাঁর মতো নিরলস, পরিশ্রমী।

বুধবার বিকালে মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টারে যখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম : শুরুতেই কি এমন বিশাল সাফল্য অর্জন করবেন বলে আশা করেছিলেন? স্মিত হেসে জবাব

সম্মাননা অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের সাফল্যের ইতিহাস বলছেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ফজলে হাসান আবেদ –জনকণ্ঠ

দিলেন, 'না। কাজ করেছি। অবিরাম কাজ করেছি। একটার পর একটা সাফল্য এসেছে। সংগঠনও বড় হয়েছে। আরও বড় হবে। আমাদের লক্ষ্য অনেকদূর যাওয়ার।'

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগঠন 'এন্ট্রিপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' সংক্ষেপে ইডিএফ কিছুদিন আগে ফজলে হাসান আবেদকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উদ্যোক্তা (বেস্ট সোশ্যাল এন্ট্রিপ্রেনিউর অব দি ওয়ার্ল্ড) সম্মাননায় ভূষিত করেছে। সেই সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিতে ইডিএফ ব্র্যাক সেন্টার-ইনের অডিটরিয়ামে বুধবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বিনয়ের সঙ্গে তিনি বললেন, 'শ্রেষ্ঠ সামাজিক উদ্যোক্তা' বলা ভুল। তারপর দুনিয়ার বিখ্যাত উদ্যোক্তাদের নাম বলে গেলেন, যাঁদের তিনি সম্মান করেন।

সামাজিক উদ্যোক্তা হিসাবে সাফল্য অর্জনে কী করতে হবে? এক ছাত্রের প্রশ্নের জবাবে আবেদ বলেন, উদ্যোক্তার তিনটি গুণ থাকতে হবে। সেগুলো হচ্ছে– কিছু একটা করার ইচ্ছা, উদ্যোগ গ্রহণ ও সংগঠিত করা।

হয়ত আবেদের মন ৩৬ বছর আগের তারুণ্যে ফিরে গিয়েছিল। বললেন, "ব্র্যাকে আমরা সবসময় খুব ছোট প্রকল্প নিয়ে শুরু করেছি। তারপর বড় প্রকল্প নিয়েছি। এভাবেই ব্র্যাকের বিস্তার ঘটেছে।"

সারাদেশে ওআরএসকে পরিচিত ও মায়েদের প্রশিক্ষিত করতে ব্র্যাকের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ৭০ লাখেরও বেশি। ব্র্যাকের রয়েছে ৩৪ হাজার নন-ফরম্যাল প্রাইমারী স্কুল। স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা ৭০ হাজারেরও বেশি। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফ্রিকার তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানে ব্র্যাকের কার্যক্রম প্রসারিত হয়েছে। আফগানিস্তানে ৭ হাজারের বেশি গ্রামে কাজ করছে। ৭০৭টি স্কুলের ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৯৭ ভাগই হচ্ছে মেয়ে। ব্র্যাকের সাফল্যের অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক দেশ দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচী নিয়েছে।

১৯৭৪ সাল থেকে ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে। ১৯৭৭ সাল থেকে অধিকতর টার্গেট এ্যাপ্রোচ নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করছে যাদের মধ্যে রয়েছে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী, কারিগর, কামার, কুমার ইত্যাদি পেশাজীবী ও অতিদরিদ্র নারী। ব্র্যাক মূলত নারীদের মধ্যেই বেশি কাজ করে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আবেদ চাকরি ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও তহবিল সংগ্রহের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। স্বাধীনতার পর বিদেশে না থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ফিরে এসেছিলেন। দেশ গড়ায় যা শক্তি-সামর্থ্য ছিল তাই নিয়ে তিনি নেমে পড়েছিলেন। এক জন সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের ভূমিকা তিনি পালন করে চলছেন গত ৩৬ বছর ধরে। আগামী দিনের নবপ্রজন্ম অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশমাতৃকার অমৃতের সন্তান ফজলে হোসেন আবেদকে অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।